দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ 0 2 MAR 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চিঠিপত্র . letters.ittefaq@gm

এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে

দেশের সিংহভাগ স্কুল, কলেজ, মাদরাসা বেসরকারি এমপিওভুক্ত। প্রায় ত্রিশ হাজার প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে পাঁচ লক্ষাধিক শিক্ষক নিয়োজিত। শিক্ষা বাজেটের একটা বিরাট অংশ সরকার এই খাতে ব্যয় করে। বর্তমানে মূল বেতনের শত ভাগ, পাঁচ শ টাকা বাড়িভাড়া, তিন শ টাকা চিকিৎসাভাতা, ২৫% উৎসবভাতা এবং একটা ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হয়। ফলে এই খাতে রাষ্ট্রীয় ব্যয় কোনো অংশে কম নয়। বিগত প্রায় সব সরকারই ক্রমাগত এই খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু এই খাতের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন হয়নি। এর কারণ ত্রুটিপূর্ণ নিয়োগ পদ্ধতি। বর্তমানে এইসব প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। এইসব নিয়োগে লাখ লাখ টাকার লেনদেন হয় বলে শোনা যায়। ফলে প্রতিষ্ঠান ভালো শিক্ষক পায় না। জনবল কাঠামো বলে তেমন কিছু নেই। শুধু নিয়োগ বাণিজ্য করার জন্য প্রয়োজন না থাকলেও স্কুলে শাখা খোলা হয়। কলেজে খোলা হয় নতুন বিষয় বা বিভাগ। ফলে শিক্ষক সংখ্যা বেড়ে যায়। সরকারের ব্যয়ও বাড়ে। বিএনপি সরকার নিবন্ধন প্রথা চালু করেছিল। সেটি এখনো বলবৎ আছে। তবে প্রশ্নবিদ্ধ। জাল নিবন্ধন সনদে দেশ ভরে গেছে। নিয়োগে এটা কোনো টেকসই পদ্ধতি হতে পারেনি। বরং নিয়োগ প্রার্থীদের আর এক ধাপ বেশি ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে। আসলে বর্তমানে দরকার এইসব প্রতিষ্ঠানে সরকারিভাবে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া। এজন্য একটি রূপরেখা প্রণয়ন করা খুব প্রয়োজন। বর্তমানে এইসব প্রতিষ্ঠানে যত বিশৃঙ্খলা সবই নিয়োগকে কেন্দ্র করে কমিটির নিয়োগ প্রদানের ক্ষমতা খর্ব করে দিলে অনেক সমস্যা এমনি সমাধান হয়ে যাবে। সরকারের ব্যয় হ্রাস পাবে। কারণ কমিটি নিয়োগ দিতে না পারলে অযাচিতভাবে শিক্ষক সংখ্যা বাড়বে না। ফলে এই অর্থ দিয়েই কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের অন্যান্য আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত করা সম্ভব। তাই জরুরিভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগের এই ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি বাতিল করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সমীর জোয়ারদার, সহকারী অধ্যাপক,
ইংরেজি বিভাগ, কাদিরদী ডিগ্রি কলেজ,
বোয়ালমারী, ফরিদপুর